মহিলা আইএএস অফিসারকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ হরিয়ানার অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে

চণ্ডীগড়, ১১ জুন : হরিয়ানার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সুনীল গুলাটির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ করলেন রাজ্যেরই এক মহিলা আইএএস অফিসার। ২০১৪ ব্যাচের এই মহিলা আইএএস অফিসার তাঁর ফেসবুক পেজে গুলাটির সঙ্গে তাঁকে কীভাবে দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে কাজ করতে হচ্ছে, কীভাবে তিনি তাঁর কাছ থেকে অবাঞ্ছিত সুযোগসুবিধা নেন সবই জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, গুলাটির যৌন হেনস্থায় সাড়া না দেওয়ায় রাজ্যের অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের দিয়েই তাঁকে নানাভাবে অপমান করানো হচ্ছে। এমনকি তাঁরা এসিআর রিপোর্ট নিজেদের ইচ্ছেমতো দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব গুলাটি অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

হরিয়ানার এই মহিলা আইএএস অফিসারের অভিযোগ মনে করিয়ে দিচ্ছে, বছদিন আগে পাঞ্জাবের আর এক মহিলা আইএএস অফিসার রূপান দেওল বাজাজের কথা। পাঞ্জাবের তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশের এক আইজি একটি পার্টিতে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছিলেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ওই অফিসারের বিরুদ্ধে। এবার গুলাটির বিরুদ্ধে আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে হরিয়ানার এই মহিলা আইএএস অফিসারের বিরুদ্ধে।

হরিয়ানার মহিলা আইএএস অফিসারের ফেসবুক পেজে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কীর্তির কথা ফাঁস হতেই ব্যাপক আরও হইচই শুরু হয়। পরে একটি নিউজ এজেন্সির কাছে ওই আইএএস অফিসার দাবি করেন, 'সুনীল গুলাটি আমাকে যৌন হেনস্থা করেছে এবং নিয়ম করে হুমকি দিচ্ছে। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছে। আম্বালা, কসলি ও ডাবওয়ালিতে কর্মরত থাকার সময় তিনি আমার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। তৎকালীন সিনিয়র অফিসারদের কাছে গুলাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি আমার জীবন নিয়ে আতঙ্কিত। কারণ যে কোনও সময় আমাকে হত্যা করা হতে পারে।'

ওই নিউজ এজেন্সিটিকে মহিলা আইএএস অফিসার আরও বলেছেন, রোহতকে সুনীল গুলাটি একটি বৈঠক ডাকেন। সেখানে ২ ঘণ্টারও বেশি সময় গুলাটির সঙ্গে তাঁকে থাকতে হয়। রোহতকে বৈঠক হওয়ার পর গুলাটি তাকে ২.৩০ থেকে ৫টা পর্যন্ত একা তার সঙ্গে থাকতে বাধ্য করেন। এরপর তিনি তাঁকে একাই চণ্ডীগড় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে দিনের পর দিন যৌন লাঞ্ছনা করার পরও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা আইএএস অফিসার। এমনকি ওই মহিলা আইএএস অফিসারের দাবি, গুলাটি একা নন, তাঁর পরামর্শে অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররাও তাঁকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। মহিলা আইএএস অফিসারের এই দাবির পর রাজ্যের সিনিয়র এক অফিসার বলেছেন, তাঁর যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন। মাসখানেক আগে তিনি আম্বালায় পোস্টেড হন। তারপরই জানা যায়, ওই মহিলা আইএএস অফিসার নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। কর্মীদের তাঁরা তাঁর সম্পর্কে যত্র নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু কর্মীদের সঙ্গেও তিনি খারাপ ব্যবহার করেন বলে জানা গেছে।

ওই সিনিয়র অফিসারের আরও দাবি, রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। কারণ আইএএস অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে তাঁর ওপর। তিনি যা করেছেন, সবই তাঁর সরকারি কাজের অংশ। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তদন্তের মুখোমুখি হতে রাজি কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে সুনীল গুলাটি জানিয়েছেন,তদন্ত তো বটেই এমনকি লাই-ডিটেক্টরের পরীক্ষাতে বসতেও তিনি রাজি। হরিয়ানা প্রশাসনের সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে কার্যত সুর মিলিয়েই গুলাটি বলেছেন, 'আইএএস অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া তাঁর কর্তব্য। কারণ তাঁদের অনেককিছুই প্রশিক্ষণ দিতে হয়। ফিল্ডে কাজ করার সময় যাতে তাঁদের কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্যই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সরকার প্রয়োজন মনে করলে কাউকে বদলি করতে পারে। এজন্য যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।'

পাথর ছোড়ে যারা, তাদের গুলি করে মারা উচিত : বিজেপি সাংসদ

ভিওয়ানি, ১১ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরে যারা পাথর ছুড়ছে তাদের গুলি করে মারা উচিত, মন্তব্য বিজেপির ভিওয়ানির রাজ্যসভার সাংসদ ডি পি ভাটের। সেনাদের লক্ষ্য করে জম্মু-কাশ্মীরে যারা পাথর ছুড়ছে তাদের অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হরিয়ানার ভিওয়ানির বিজেপি সাংসদ এই মন্তব্য করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরের অইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসেন। তিনি রাজ্যপাল এন এন ভোরা, মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকের পর পাথর ছুড়ছে যারা তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রী মুফতি বলেন, উপত্যকার বিশুদ্ধেরও চমৎকার আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠার অধিকার রয়েছে। দেশের অন্যান্য অংশের শিশুরা যেমন হিংসা ও সন্ত্রাসমুক্ত আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে, জম্মু ও কাশ্মীরের শিশুদেরও সেই সুযোগ দিতে হবে। বন্ধ করতে হবে পাথর ছোড়া, বোমাবাজি বা গুলিচালনার মতো ঘটনা।

বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত করতে আসন ভাগ নিয়ে সমঝোতায় রাজি অখিলেশ

লখনউ, ১১ জুন : বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতীর সঙ্গে উত্তর প্রদেশে আগামী দিনগুলিতেও তাঁর দলের জোট অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে নিশ্চিত সমাজবাদী দলের প্রধান অখিলেশ যাদব। সপা সভাপতি বলেছেন, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হলে বসপার সঙ্গে আসন ভাগাভাগিতে সমঝোতায় যেতেও রাজি তাঁর দল। প্রসঙ্গত, সপা-বসপা জোট ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে যে কেন্দ্রে শাসকদলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ গতমাসে স্বীকার করেছেন, বসপা এবং সপা, একসময়ে পরস্পরের তীব্র বিরোধী ছিল। এই দু'টি পরস্পরবিরোধী দল যদি হাত মেলায় তবে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল অবশ্যই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তবে কংগ্রেসকে তিনি কোনও হিসেবের মধ্যে আনতে চায়নি। আমেথি এবং রায়বেরিলিতে যে কংগ্রেসকে বিজেপি হারাবে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় রাখেননি। উত্তর প্রদেশের উপনির্বাচনগুলিতে বসপা এবং সপা নজিরবিহীন জোট গড়ে দু'দুটি লোকসভা কেন্দ্রে গেরুয়া পার্টিকে পরাস্ত করেছে। বসপা এবং সপা এই উপনির্বাচনে জোট গড়ে। বসপা সমর্থন করে সমাজবাদী দলের প্রার্থীকে। তারা উপনির্বাচনে সমাজবাদী দলের সমর্থনে দু'টি কেন্দ্রেই কোনও প্রার্থী দেয়নি এবং বিজেপিকে হারাতে সমর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপিকে। উল্লেখ্য, লোকসভায় বসপা-সপা ও কংগ্রেসের যা শক্তি তাকে উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় তারা দু'জন প্রার্থীকে পাঠাতে পারে। উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় বসপার ১৯টি, সপার ৪৭টি এবং কংগ্রেসের ৭টি আসন রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এই দুই প্রার্থীর মধ্যে ১ জন হবেন মায়াবতী। উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে রিগিংয়ের অভিযোগে তিনি রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ফের রাজ্যসভায় অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

দুই ভাইয়ের বিবাদের গুজবের মধ্যেই পরিবার পালন করল লালুর ৭১তম জন্মদিন

পাটনা, ১১ জুন : আরজেডি নেতা তেজ প্রতাপ যাদব ও তেজস্বী যাদবের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, এই গুজবের মধ্যেই সোমবার পরিবার পালন করল জেলবন্দি আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ৭১তম জন্মদিন। পাটনার বাড়িতে মহাসমারোহে পালন করা হয়নি জন্মদিন। তবে দলের বহু সদস্য-সমর্থক ভিড় করেছিলেন ওই বাড়িতে। মাত্র কয়েকদিন আগেই বড় ছেলের বিয়ে উপলক্ষে প্যারালেল বাড়ি এসেছিলেন যাদব পরিবারের কর্তা। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে ২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে তিনি জেলবন্দি। রয়েছেন রাঁচির বিরসা মুণ্ডা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে।

গত সপ্তাহে তেজ প্রতাপ ও তেজস্বীর মধ্যে সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রসালো খবর প্রকাশিত হয়। কার্যত সেকথা অস্বীকার করে তেজ প্রতাপ এদিন বলেছেন, পরিবার এবং ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা পুরোপুরি মিথ্যা। তেজস্বী তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁর সঙ্গে গভীর বন্ধন রয়েছে তেজ প্রতাপের। কিন্তু গত সপ্তাহেই তেজ প্রতাপ ট্যুইট করে রাজনীতি থেকে তাঁর সন্ন্যাস অবসরের কথা জানিয়েছিলেন। এরপরই শুরু হয়েছিল পরিবারের মধ্যে দুই ভাইয়ের লড়াই নিয়ে জোর গুঞ্জন। কারণ ট্যুইট করে তেজ প্রতাপ জানিয়েছেন, কারও উচিত নয় এমন কোনও ছবি শেয়ার করা যা কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে। ফলে আয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেচার্জগঠনকরে তদন্তও শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছেন আয়াজউদ্দিন। তিনি আরও দাবি করেছেন, মিথ্যে মামলা দায়ের না করে বরং উচিত ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত করা। এ নিয়ে তেজ প্রতাপকে কিছু বলতে চাননি তেজস্বী।

মহাভারতের উদাহরণ টেনে আনেন এবং বলেন, তিনি সিংহাসনের ভার অর্জুন (তেজস্বী যাদব)কে দিয়ে অবসর নিতে চান। অর্জুনকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে দ্বারকায় চলে যেতে চান। তবে কেউ কেউ মনে করছে এভাবে আমি 'কিং মেকার' হতে চাইছি। তেজ প্রতাপের এই ট্যুইটের পরই যে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, তাতে কার্যত সোমবার জল ঢেলে দিয়ে লালুর জ্যেষ্ঠপুত্র বলেছেন, পরিবারের বিরুদ্ধে তার কোনও ক্ষোভ নেই। তবে দলের সভাপতি আর সি পুর্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি দলের যুব কর্মীদের কাজে লাগাচ্ছেন না। তাদের সাইডলাইনে রেখে দেওয়া হচ্ছে। যুবকর্মীদের এভাবে অবহেলা তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

তবে ভাই বা পরিবারের সঙ্গে বিবাদের কথা অস্বীকার করলেও দলীয় নেতারা যে তাঁর ফোন ধরছেন না সেকথাও বলেছেন তেজ প্রতাপ। দল থেকে সমাজবিরোধীদের উচ্ছেদ করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতেই কিছু নেতা চটেছেন বলেও মনে করেন ২৯ বছর বয়সি এই আরজেডি নেতা। প্রবীণ নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়ে তেজ প্রতাপ আরও বলেছেন, অযথা ক্ষোভ না করে আপনারা বরং সমাজবিরোধীদের চিহ্নিত করে দল থেকে তাদের বহিষ্কার করুন। তিনি দলকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা চেয়েছেন। কারণ ২০১৯-এ সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন এবং ২০২০তে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। এদিকে নীরবতা ভেঙে লালুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র তেজস্বীও তাঁর দাদার সুরেই কথা বলেছেন। তেজ প্রতাপকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসাবে উল্লেখ করে তেজস্বী বলেছেন, এটা ঘটনা যে দলের শক্তি বাড়াতে কথা বলছেন তেজ প্রতাপ। তিনি যে দাদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাও বলতে ভোলেননি তেজস্বী

মুম্বইতে সোমবার মহারাষ্ট্রের প্রথম এবং বৃহত্তম ব্লাড ব্যাঙ্কের (বিশেষ করে শিশুদের জন্য) উদ্বোধন করছেন ফেডারেশন অফ বম্বে ব্লাড ব্যাঙ্কের চেয়ারপার্সন জারিন ভারুচা। ব্লাড ব্যাঙ্কটি তৈরি হয়েছে নারায়ণা হেলথ্ এসআরসিসি চিলড্রেন্স হাসপাতালে।

যুগ্ম সচিব পর্যায়ে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে নিয়োগ জাতীয় স্বার্থে নয়, দাবি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন : কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন মন্ত্রকে উচ্চপর্যায়ের আমলা নিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করল বিরোধীরা। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ, জাতীয় স্বার্থে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে নিয়োগ করছে না কেন্দ্র। পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বার্থে এই নিয়োগ করা হচ্ছে। বিজেপি তার নিজের লোকেদের প্রশাসনের উচ্চপদে আনতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেস, সিপিআইএম, আরজেডি সহ একাধিক বিরোধী দল বিজেপির এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে।

সরকার সম্প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ১০টি পদের জন্য আবেদন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগের কথা জানায়। এমনকি বেসরকারি ক্ষেত্র থেকেও এই নিয়োগ হবে বলে জানানো হয়। রাজস্ব, অর্থ, কৃষি, কৃষি কল্যাণ, সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক, জাহাজ পরিবহণ, পরিবেশ, বন ও পরিবেশ, অচিরাচরিত শক্তি উৎস, বাণিজ্য এবং অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে যুগ্মসচিব পর্যায়ে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিরোধী নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেসের মুখপাত্র পি এল পুনিয়া নিজেও একসময় সচিব পর্যায়ে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি রাজনীতিতে আসেন। পুনিয়া অভিযোগ করেছেন, এভাবে সরকার শাসকদল যাঁরা ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগ করতে চাইছে। এই উদ্যোগ পুরোপুরি ভুল। আসলে আরএসএস ও বিজেপির লোকেদের নেওয়ার জন্যই এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। সিপিআইএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, প্রশাসনে সংঘকর্মীদের ঢোকাতেই এই উদ্যোগ। ইউপিএসসি এবং এসএসসিকে কেন বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

গত কয়েকমাসে যে বিজেপি ঘেঁষা সংঘ কর্মীদেরই আইএস র‍্যাঙ্কে নিয়োগ হয়েছে সেই দাবিও করেছেন ইয়েচুরি। আরজেডি নেতা তেজস্বী এই উদ্যোগের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, সরকার আসলে সাংবিধানিক নিয়ম-নীতির কথা ভুলে গেছে। মনুবাদী এই সরকার ইউপিএসসিকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে যুগ্ম সচিব পর্যায়ে কোনও পরীক্ষা না নিয়ে নিজেদের লোককে নিয়োগ করবে।

নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্র, ফড়নবিশ-পাওয়ার বাগ্‌যুদ্ধ

মুম্বই, ১১ জুন : বিজেপি 'হুমকি চিঠি' নিয়ে খেলছে বলে যে অভিযোগ করেছেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) প্রধান শরদ পাওয়ার তার তীব্র নিন্দা করেছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। পাওয়ার বলেন, একের পর এক নির্বাচনে পরাস্ত হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সহানুভূতি কুড়োতেই এই হুমকি চিঠির খেলা শুরু হয়েছে। পুণেতে এলগার পরিষদের এক মাওবাদী নেতার ডেরা থেকে এই চিঠি উদ্ধার হয়েছে বলে যেকথা বলা হচ্ছে, তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন পাওয়ার। এনসিপি-র ১৯তম জন্মদিন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কার্যত বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

এই সমালোচনার ঠিক পরে পরেই মহারাষ্ট্রে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ট্যুইট করে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে হত্যার যে ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশ জানতে পেরেছে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শরদ পাওয়ার। এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মনে রাখতে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির নেতা, তিনি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের নেতা নন। পাওয়ার যে স্তরে প্রধানমন্ত্রীকে নামিয়ে এনেছেন তা সত্যের অপলাপ মাত্র। মারাঠি ভাষায় ট্যুইট করে ফড়নবিশ আরও বলেছেন, পাওয়ারজির উচিত, জাতির স্বার্থে রাজনীতি করা, ঘৃণার রাজনীতি নয়। উল্লেখ্য, পুণে পুলিশ দাবি করেছে, গত ১ জানুয়ারি ভীমা-কোরেগাঁওয়ে জাতপাতের জন্য যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে, সেখান থেকে একটি চিঠি উদ্ধার হয়েছে, যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর রোড -শোচলাকালীন হত্যার কথা বলা হয়েছে।

কাফিল খানের ভাই গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পুলিশের নিরাপত্তা চাইল পরিবার

গোরক্ষপুর, ১১ জুন : উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের বিআরডি মেডিক্যাল কলেজে ৬৩টি শিশুমৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসক কাফিল খানের ভাই কাসিফ জামিলকে (৩৪) কেবা কারা রবিবার গুলিবিদ্ধ করে পালায়। কাসিফকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তাঁর অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

গোরক্ষপুরের কোতয়ালি থানার ওসি ঘনশ্যাম তিওয়ারির দাবি, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে গুলি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। যদিও এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। তিনবাউন্ড গুলি করা হয় জামিলকে। তার হাতে, গলায় এবং মুখে আঘাত লেগেছে। গোরক্ষপুরের বিআরডি মেডিকাল কলেজে ৬৩জন শিশুমৃত্যুর ঘটনায় জামিলের ভাই ও হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক কাফিল খানকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এলাহাবাদহাইকোর্টগতএপ্রিলমাসে জামিন দিয়েছে তাকে। চিকিৎসক খান বর্তমানে স্ত্রী সাবিস্তা খানও চিকিৎসক। এই ঘটনার পরই তিনি সাংবাদিকসম্মেলনডেকেঅভিযোগ করেন, জেলে নিয়ে যাওয়ার পর কাফিল খান ও অন্য চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনওরকম যত্ন নেওয়া হয়নি। যদিও জামিল খানের স্ত্রীর এই অভিযোগ অস্বীকার করেন কারা কর্তারা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী নিজের বক্তব্যে অটল থাকেন। বরং তিনি বলেন, জেলের মধ্যে যে কোনও সময় চিকিৎসকদের হত্যা করা হতে পারে। ২৯ মার্চ থেকে তাঁর স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগতে থাকলেও উপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি। ওই মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল রাজীব মিশ্রাকেও জেলে পাঠানোহয়। তাঁরও ডায়াবেটিসএবং লিভারের রোগেরউপযুক্তচিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ করেন সাবিস্তান।

শ্রীদেবী ও মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে সানি লিওনের তুলনা করলেন হার্দিক প্যাটেল

ইন্দোর, ১১ জুন : গুজরাতে পতিদার আন্দোলনের নেতা হার্দিক প্যাটেল এখন মধ্যপ্রদেশে তাঁর 'যাত্রা' নিয়ে ব্যস্ত। এই রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যেই অতীতের মতো তিনি বলিউডের বিতর্কিত অভিনেত্রী সানি লিওনের পাশে দাঁড়ালেন। প্রসঙ্গত, ২০০০ কোটি টাকার বিট কয়েন কেলেঙ্কারিতে লিওনের নাম জড়িয়েছে। সম্প্রতি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অভিনেত্রীকে ডেকে জেরাও করেছে। এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত অমিত ভরদ্বাজ নাকি দুবাই এবং সিঙ্গাপুরে বিট কয়েনের যে কোম্পানি খুলেছেন, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন সানি লিওন বলে অভিযোগ। সানি লিওনের পক্ষে দাঁড়িয়ে পতিদার আন্দোলনের নেতা হার্দিক প্যাটেল বলেছেন, পর্নো ছবির অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর অতীত ভাবমূর্তির ভিত্তিতে এখনও যদি আমরা সানি লিওনের সম্পর্কে মনোভাব ধরে রাখি, তবে দেশের মানুষের মানসিকতায় কখনও পরিবর্তন হবে না।

প্যাটেলের প্রশ্ন, যদি আমরা নার্গিসের ছবির দিতে তাকাতে পারি, শ্রীদেবী বা মাধুরী দীক্ষিতের ছবির দিকে তাকাতে পারি, তবে সানি লিওনের ছবির দিকে কেন তাকাতে পারব না। মুম্বইয়ের বিভিন্ন ছবির অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে অতীতের ভাবমূর্তির মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হবে। গুজরাটের পতিদার আন্দোলনের এই তরুণ নেতার

আরও প্রশ্ন, সানি লিওনকে যদি তাঁর অতীত ভাবমূর্তির মধ্যে বেঁধে রেখে দেখা হয়, তবে ভারতীয়রা কখনওই তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারবে না। এই মানসিকতা থেকে ভারতীয়দের বেরিয়ে আসতে হবে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে হার্দিক বলেছেন, বিজেপি হচ্ছে ক্ষমতালোভী দল। ২০১৯-এ সাধারণ নির্বাচনের পর নরেন্দ্র মোদী যদি ফের প্রধানমন্ত্রী হন, তবে দেশে আর কখনও নির্বাচন হবে না। কেন তিনি এই মনোভাব পোষণ করছেন, জানতে চাওয়া হলে হার্দিক বলেছেন, 'কর্নাটকে বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পাকে উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও রাজ্যপাল যেভাবে কার্যত ডেকে এনে কুর্সিতে বসাছিলেন, তাতে মনে হয় ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের পর নরেন্দ্র মোদী ফের ক্ষমতায় এলে আর কখনও নির্বাচন হবে না। দেশের সংবিধানকেও লঘু করার চেষ্টা চালাচ্ছে এই দল। এজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

TENDER NOTICE

Tender Notice for purchase of spares of all Heavy Motors vehicles of A& N Police vide tender Notice No.168/PMT/Store/Spares/2016/19 dtd 02/06/2018 is invited from the general public. The tender will be open in the Chamber of Superintendent of Police (Police Motor Transport), Police Headquarter, Atlanta Point, Port Blair on 10/07/2018 at 1530hrs. Details of Tender notice with terms & condition can be downloaded from A& N Administration website i.e. **www.and.nic.in./departmental website** and **eproc.andaman.gov.in.** The last date of receipt of tenders is on 10/07/2018 at 1500hrs.
Unique No.51985

Dy. Superintendent of Police (PMT)
For Inspector General of Police
A & N Islands.
2441/18